# একুশের চিন্তাঃ কুমোরের কাজ কুমোরকে করতে দাও

আনিস রহমান, পি. এইচ-ডি.

ফেব্রুয়ারী ২০২১

নিউ ইয়র্কের একটি জনপ্রিয় বাংলা সাপ্তাহিকের সম্পাদক মহাশয়ের ফোন পেয়ে আমি খুব আনন্দিত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম আমার কোন সৌভাগ্যের জন্যে তাঁর ফোনকল পেলাম। বয়সে আমরা সমসাময়িক; তিনি বিনয় সহকারে বললেন একুশের উপর একটি লেখা দিতে। আমি দুই এক কথার পর জানতে চাইলাম, লেখাটা বিজ্ঞান ভিত্তিক কিছু হলে চলবে কিনা। তিনি যা বললেন তার মর্মার্থ হল – এটা একুশের স্মরণে, কাজেই একুশকে মহিমান্বিত করে কিছু লেখাটাই যথোপযুক্ত। তাছাড়া, বিজ্ঞানের কোন বিষয়ে গবেষণা প্রবন্ধ একুশে উপলক্ষে ছাপলে তা হবে উলু বনে মুক্তা ছড়ানো। তাঁর সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হয়ে আমি বললাম, আমি সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করব। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁর নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আমার মধ্যবিত্ত মস্তিষ্ক কিছুই তৈরী করতে পারল না। তাই ফোন করে তাঁর দেওয়া সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে না পারার জন্যে দুঃখ প্রকাশ করা ছাড়া কোন উপায় ছিল না।

এটা আমার একটা ব্যর্থতা; একুশে স্মরণে কিছু রচনা ত দূরূহ কিছু নয়, কাজেই লেখাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আমি এটাও মেনে নিতে পারছিনা যে যদি কেউ একুশে স্মরণে জ্ঞানের অন্য কোন শাখা নিয়ে বাংলায় কিছু আলোচনা করতে চায়, সেটা কেন অনুপযুক্ত হবে। ব্যাপারটা আরো একটু বৃহত্তর অর্থে চিন্তা করা দরকার।

অন্য কোথাও আমি বলেছি - একুশের চেতনা থেকেই বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটির শুরু। বাংলাদেশের বাঙ্গালীদের জন্যে ৫২'র ভাষা আন্দোলন, অমর একুশে, এবং পরবর্তীতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা – এ সবই ঘটেছে যেন একটা অমোঘ নিয়মানুযায়ী। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের কোন বিকল্প ছিল না। তেমনি, পরবর্তিতে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ারও কোন বিকল্প ছিলনা। স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রাম অবশ্যই সহজ ছিলনা, কিন্তু ধাপে ধাপে সেটা ঠিকই এগিয়েছে সফল নেতৃত্বের কারণে এবং বাংলাদেশের জনগনের জীবন-মরণ প্রচেষ্টার কারণে। তবে কিছুটা নিরুৎসাহের ব্যাপার এই যে, বাংলা ভাষার অগ্রগতির ব্যাপারে ঠিক একই রকম কথা বলা যায় না।

এখানেই আমার কিন্তু বোধটা বেশী তীব্র। আধুনিক কালের বিভিন্ন বাংলা পত্রপত্রিকা, বিশেষত নিউ ইয়র্ক থেকে যেগুলো প্রকাশিত হচ্ছে, দেখে এটাই মনে হয় যে এখানে রাজনীতির আলোচনা বা খবরাদী এবং কিছু গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ ইত্যাদীর বাইরে বাংলা প্রকাশনার কলেবরে আর কোন

বিষয়ের আলোচনার তেমন কোন স্থান রয়েছে। সেগুলো যে কম গুরুত্তপূর্ণ তা মোটেই নয়। কিন্তু যদি এ সবের মধ্যেই আমাদেরকে সীমাবদ্ধ থাকতে হয় তবে অন্তত আমার মত দুই এক জনের জন্যে ব্যাপারটা অনাকর্শনীয়। হ্যাঁ, মাঝে মাঝে যে স্বাস্থ্য কলাম বা টুকি টাকি বিজ্ঞানের খবর বা নোবেল বিজয়ীদের খবর বের হয় না, তা নয়। বাংলা পত্রপত্রিকার প্রকাশকেরা তাঁদের প্রকাশনাকে যতটা সম্ভব বৈচিত্রময় করে তোলার চেষ্টা অবশ্যই করে থাকেন। তাঁদের ঘারে দোষ দেওয়া যায় না। তাঁদের প্রধান দায়িত্ব হল পাঠকের পছন্দের দিকে নজর দেওয়া; সেভাবেই তাঁরা চালিয়ে যাচ্ছেন।

তাহলে নতুন বিষয়ের পাঠক তৈরি করার দায়িত্ব কাদের? ভাষার কাজ ত' কখনই শেষ হয়না। একটি জাতীয় ভাষা একটি দেশের জাতীয় পরিচয় বহন করে। ইতিহাসে যদিও অনেক ভাষাই বিলুপ্ত হয়ে গ্যাছে সেগুলোর ধারক-বাহক সভ্যতার সাথে সাথে – কিন্তু বাংলা ভাষা এখনও কৈশোর পেরোয়নি। কারণ, একটি ভাষা যতদিন না জ্ঞানের বিভিন্ন দিকে উন্নত না হয়, ততদিন তার পূর্ণতা আসে না। কাজেই, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, বানিজ্য, এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান – সবদিকেই বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ হতে হবে।

এটা অনস্বীকার্য যে অতীতের যে কোন সময়ের তুলনায় বর্তমানে বাংলা ভাষায় (এবং পৃথিবীর সব ভাষায়ই) অনেক বেশী প্রকাশনা হচ্ছে। এর অনেক কিছুই গুরুত্ত্বপূর্ণ প্রকাশনা আবার অনেক কিছুই শুধু নিছক প্রকাশনার জন্যে। আমরা সবাই জানি, পরিমাণ দিয়ে মান যাচাই করা যায় না – পরিমাণ কখনও মানের সমান হয় না। কিন্তু তারপরও ভাষা এবং তার প্রকাশনার ক্ষেত্রে পরিমাণটাও গুরুত্ত্বপূর্ণ। আর প্রকাশনার প্রাচুর্যের কথা বলতে গেলে প্রযুক্তিকেও বাদ দেওয়া যায় না। এই যে চারিদিকে এত প্রকাশনার ছড়াছড়ি, প্রযুক্তির উন্নতি বর্তমান পর্যায়ে না আসলে এটা কখনই সম্ভব হত না। প্রযুক্তির উন্নতির করণেই আজ আমরা "সামাজিক মাধ্যম" বা সোশাল মিডিয়ার সুবিধা পাচ্ছি। ১৯৮০র দশকে এই সোশাল মিডিয়া ছিল না। তখনকার সময়ে কম্প্যুটার দিয়ে বাংলা বা অন্যান্য ভাষায় লিখতে পারাটাই একটা বড় ব্যাপার ছিল। কিন্তু বাংলা ভাষা এ ব্যাপারেও অন্য অনেক ভাষা থেকে এগিয়ে ছিল। মাইক্রোসফট উইন্ডোজ শুরু হওয়ার পর পরই কম্প্যুটারে বাংলা প্রকাশনা তড়িঘড়ি প্রসার লাভ করে। ১৯৮৭তে প্রথম উইন্ডোজএ বাংলা ফন্ট ব্যবহার শুরু হয় [৪] যা শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ইউনিভার্সিটি অব উইস্কন্সীন–অশকশ এ বিভিন্ন কনফারেন্সে উপস্থাপন করা হয়। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত ১৯৮৭ এর বেঙ্গল স্টাডিজ কনফারেন্সে প্রথম বাংলা সফটওয়্যার "সোনারগাঁও" এর কপি বাংলাদেশ থেকে আগত ডেলিগেটদেরকে দেওয়া হয়।

কিন্তু আশংকা এটাই যে বাংলা ভাষার যতটা উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তার অনেক কিছুই

বাস্তবায়ীত হচ্ছে না। ভাষা আমাদেরকে আরো অনেক কিছু দিতে পারে, আরো অনেক কিছু দেওয়ার সামর্থ্য তার রয়েছে – কিন্তু আমরা তা নিচ্ছি না, আমরা তার যথাযথ ব্যবহার করছি না। এটা একটা অপচয়; একটা বিশাল অপচয়। ত' ভাষা আমাদেরকে আর কি দিতে পারে? একটি দেশের বা জাতীর যা কিছু মহান এবং যা কিছু বৃহৎ, ভাষাই তার একমাত্র বাহক। সুতরাং বাংলা ভাষা যুগ যুগ ধরে আমাদেরকে আরো বৃহৎ এবং মহৎ অনেক কিছু দিয়ে যাবে – এটা একটা সহজাত প্রত্যাসা।

তাই আমার কথা হল কুমোরকে কুমোরের কাজ করতে দিতে হবে। অর্থাৎ, যিনি যে বিষয়ে অভিজ্ঞ, তাঁকে সেই বিষয়েই বাংলায় লিখতে হবে এবং সেগুলো প্রকাশনার ভার প্রকাশকদের দায়িত্বের মধ্যে থাকতে হবে। প্রথম দিকে অতটা জনপ্রিয় না হলেও, পাঠকেরা ধিরে ধিরে সেগুলো গ্রহন করবেন। কারণ, ভাষা আমাদেরকে আরো অনেক কিছু দিতে পারে, আরো অনেক কিছু দেওয়ার সামর্থ্য রয়েছে – কিন্তু আমরা তার যথাযথ সুযোগ তৈরি করছি না। এটা একটা অপচয়; আমরা যুগযুগ ধরে এই অপচয়কে গাসহা হতে দিতে পারিনা। আগেই বলেছি, একটি দেশের বা জাতীর যা কিছু মহান এবং যা কিছু বৃহৎ, ভাষাই তার একমাত্র বাহক। সুতরাং বাংলা ভাষা যুগ যুগ ধরে আমাদেরকে আরো বৃহৎ এবং মহৎ অনেক কিছু দিয়ে যাবে, যদি আমরা তা হতে দেই। আর সে করণেই বাংলা ভাষার যত্ন নেওয়ার দায়িত্ব আমাদের ওপরে এবং প্রকাশকদের ওপর অনেক বেশী। বাংলা যদি প্রেমের ভাষা হয়ে থাকে তবে তা হয়েছে সেইসব কবি, সাহিত্যিক, লেখক, উপন্যাসিকদের জন্যে যাঁরা বাংলা ভাষায় প্রেমের মহত্ব এবং বৃহত্ব প্রকাশ করেছেন – এবং সেই প্রকাশনা দেশের সীমানা পেরিয়ে আন্তর্জাতিকতাও লাভ করেছে। কাজেই বাংলাকে যদি বিজ্ঞানের ভাষা হিসাবে আমরা পরিচিত করতে চাই, তাহলে আমাদেরকে অতি অবশ্যই বাংলায় বিজ্ঞান চর্চা পরিবর্ধিত করতে হবে। অথবা বাংলাকে অর্থনীতির ভাষা হিসাবে, কিংবা অন্য যে কোন বিষয়ের ভাষা হিসাবে, যা মানুষের জন্যে কল্যানকর এবং যা বাংলার গন্ডী পেরিয়ে অন্য জাতী ও সংস্কৃতির জন্যেও শিক্ষনীয় এবং লাভজনক হতে পারে, তার জন্যে বাংলাতেই ওই সমস্ত বিষয়ের লেখালেখি বেশি করতে হবে। জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা প্রশাখায় বাংলা ভাষার অবদান আরো বেশী হোক, সেই আশাই রাখছি।

© Anis Rahman 2021

যোগাযোগঃ anis@anisrahman.org